দৈনিক জনকণ্ঠ

108

তারিখ ... 04 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

খুলনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

অমল সাহা, *খুলনা অফিস থেকে*

দায়িত্ব পালনে অবহেলা, শিক্ষক স্বল্পতা, কাগজপত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখানো, বিদ্যালয় ভবনের দুরবস্থা প্রভৃতি কারণে খুলনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সরকার দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। সকল ছেলে মেয়েকে স্কুলমুখী করে তোলার জন্য বিনামূল্যে বই সরবরাহ এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। কিন্তু জেলার সরকারী বিদ্যালয়ের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষক যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। তাছাড়া পদ শূন্য থাকায় এবং ছুটিজনিত কারণে অনেক স্কুলে ১ থেকে ২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, খুলনা জেলার ৬ শ' ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে একজন করে প্রধান শিক্ষকসহ মোট ২ হাজার ৮ শ' ৫৬ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। এর মধ্যে ৭২টি পদ শূন্য এবং ট্রেনিংসহ অন্যান্য কারণে ১ শ' ৫৫ জন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। যারা কর্মরত আছেন তাদের অধিকাংশই বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন না। তাদের কাজকর্মের যথাযথ 'চেক আপ' ও 'জবাবদিহিতা' না থাকায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্কুলে অনুপস্থিত থেকে পারিবারিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কর্মকর্তারা কখনও কখনও আকস্মিকভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন শিক্ষকদের অনুপস্থিতি। কিন্তু কোন কাজ হয় না।

জানা গেছে, শহরের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতি কিছুটা সন্তোষজনক। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ শিক্ষক কৃষিকাজ, ব্যবসায়সহ বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে স্কুলের দায়িত্বে ফাঁকি দিচ্ছেন। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই কার্যক্রম, শিশু জরীপ প্রভৃতি কাজেও তারা যুক্ত থাকেন। নিয়মিত বিদ্যালয়ে ক্লাস না হওয়ায় এবং শিক্ষকদের সংঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় অনেক 'ড্রপ আউট' হচ্ছে। কিন্তু উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য 'ড্রপ আউট'-এর বিষয়টি আড়ালে রেখে ছাত্র ভর্তি এবং উপস্থিতি বাড়িয়ে দেখানো হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান শিক্ষক জানান, প্রায় সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বেশি ভর্তি দেখানো হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রদত্ত তথ্যে জানা গেছে, ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা খুলনা জেলায় ২ লাখ ৯৬ হাজার ৭ শ' ৩৪ জন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৯ শ' ৩৯ জন বালক এবং ১ লাখ ৩২ হাজার ১ শ'৩৪ জন বালিকা। এ হিসাবে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৭৪ হাজার ৭৩ জন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজারের বেশি নয় বলে অপর একটি সূত্র জানায়।

এছাড়া জেলার অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুরবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ ও শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিলের অভাব রয়েছে। ৪০ শতাংশ বিদ্যালয়ের ঘরের ছাউনি নেই, বেড়া নেই। অবাধে স্কুল গৃহে গরু-ছাগল প্রবেশ করে। আকাশে মেঘ দেখলেই স্কুল ছুটি দেয়া হয়। আর স্কুল শুরুর পূর্বে বৃষ্টি শুরু হলে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক কাউকেই বিদ্যালয়ে আসতে হয় না। সবকিছু মিলিয়ে খুলনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

SHEETS